২৫-০১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- এই সৃষ্টি বা দুনিয়া হলো দুঃখের, তাই এর প্রতি নষ্টমোহা হও, নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো, এই দুনিয়ার থেকে বুদ্ধির যোগ দূর করে নতুন দুনিয়ার প্রতি বুদ্ধির যোগ লাগাও"

প্রশ্ন :- কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য তোমরা বাচ্চারা কী ধরনের প্রস্তুতি করো বা করাও ?

উত্তর :- কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য এই অন্তিম জন্মে কেবল সমস্ত বিকার ছেড়ে পবিত্র হতে হবে এবং অন্যকেও বানাতে হবে । পবিত্র হওয়াই হলো দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাওয়ার জন্য তৈরী হওয়া । তোমরা সবাইকে এই সন্দেশ দাও যে এই দুনিয়া হলো নোংরা দুনিয়া, এর থেকে বুদ্ধির যোগ দূর করো তাহলেই সত্যযুগী দুনিয়ায় যেতে পারবে ।

গীত :- আমাকে আশ্রয় দেন যিনি .....

ওম্ শান্তি । এই গানে বাচ্চারা বলে "বাবা ।" বাচ্চাদের বুদ্ধি চলে যায় বেহদের বাবার দিকে । যে বাচ্চারা এখন সুখের সন্ধান পেয়েছে বা সুখধামের পথের সন্ধান পেয়েছে । তারা বুঝতে পারে যে বরাবরের মতো বাবা ২১ জন্মের স্বর্গের সুখের সন্ধান দিতে এসেছেন । এই সুখের প্রাপ্তির জন্য বাবা স্বয়ং এসে শিক্ষা দিচ্ছেন । তিনি বোঝাচ্ছেন, এই যে দুনিয়া অর্থাৎ এত যে মানুষ এরা কিছুই দিতে পারে না । এ সমস্তই তো রচনা । নিজেদের মধ্যে সকলেই ভাই - বোন । তাহলে রচনা একে অন্যজনকে কিভাবে সুখের বর্সা দিতে পারে । সুখের বর্সা একমাত্র রচয়িতা বাবাই দিতে পারেন । এই দুনিয়ায় এমন কোনো মানুষই নেই যে অন্য কাউকে সুখ দিতে পারে । সুখদাতা, সদ্গতিদাতা হলেনই এক সত্গুরু । এখন কিসের সুখ চায় ? এ তো সবাই ভুলে গেছে যে স্বর্গে অনেক সুখ ছিলো আর এখন এই নরকে দুঃখ । তাহলে অবশ্যই সমস্ত বাচ্চাদের উপর মালিকের দয়া হয় । অনেকেই আছে যারা সৃষ্টির মালিককে মানে । কিন্তু তিনি কে, তাঁর থেকে কি প্রাপ্তি হয় তা কিছুই জানে না । এমন তো নয় যে মালিকের থেকে আমরা দুঃখ পেয়েছি । তাঁকে সুখ - শান্তির কারণেই স্মরণ করা হয় । ভক্ত ভগবানকে অবশ্যই কোনো প্রাপ্তির জন্য স্মরণ করে । মানুষ দুঃখী তাই সুখ - শান্তির জন্য ভগবানকে স্মরণ করে । বেহদের সুখদাতা হলেন একজনই, বাকি হদের অল্পকালের সুখ তো একজন অন্যজনকে দিয়েই থাকে । সে কোনো বড় কথা নয় । সকল ভক্তই এক ভগবানকে ডাকে, অবশ্যই ভগবান সবার থেকে বড়, তাঁর মহিমাও অনেক বড় । তো অবশ্যই তিনি অনেক সুখদানকারীই হবেন । বাবা কখনোই বাচ্চাদের বা এই দুনিয়াকে দুঃখ দেন না । বাবা বলেন, তোমরা বিচার করে দেখো, আমি যে সৃষ্টি বা এই দুনিয়ার রচনা করি তা কি দুঃখ দেওয়ার জন্য ? আমি তো সুখ দেওয়ার জন্যই এই সৃষ্টির রচনা করি । কিন্তু নাটকই যে সুখ দুঃখের তৈরী হয়ে আছে । মানুষ কতো দুঃখী । বাবা বোঝান যে, যখন নতুন দুনিয়া বা নতুন সৃষ্টি ছিলো, সেখানে কেবল সুখই ছিলো । দুঃখ থাকে সৃষ্টি পুরানো হলে । সমস্তকিছুই পুরানো জর্জরিভূত হয়ে যায় । প্রথমে আমি যে সৃষ্টি রচনা করি তাকে সতোপ্রধান সৃষ্টি বলা হয় । সেইসময় সমস্ত মানুষ কতো সুখী থাকে । এখন সেই ধর্ম প্রায় লোপ হওয়ার কারণে কারোর বুদ্ধিতে তা আর নেই ।

তোমরা বাচ্চারা জানো, নতুন দুনিয়া হলো সত্যযুগ । এখন যখন তা পুরানো হয়ে গেছে তখন আশা রাখো, বাবা এসে অবশ্যই নতুন দুনিয়া বানাবেন । প্রথমে নতুন সৃষ্টি, নতুন দুনিয়ায় অনেক অল্প

মানুষ ছিলো, আর তারা খুব সুখী ছিলো, যেই সুখের কোনো সীমা ছিলো না । নামই বলা হয় স্বর্গ, বৈকুন্ঠ, নতুন দুনিয়া । তাহলে অবশ্যই সেখানে নতুন মানুষ থাকবে । তাহলে অবশ্যই সেই দেবী - দেবতার রাজধানী আমিই স্থাপন করেছি । নাহলে এই কলিযুগে তো একজনও রাজা নেই, সকলেই কাঙ্গাল । তাহলে সেই সত্যযুগে দেবী - দেবতার রাজ্য কোথা থেকে এলো ? এই দুনিয়ার কিভাবে পরিবর্তন হলো ? কিন্তু সকলের বুদ্ধি এমন ভারী হয়ে গেছে যে কিছুই বুঝতে পারে না । বাবা এসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । মানুষ ভগবানকেই দোষ দেয় যে, তিনিই সুখ - দুঃখ দেন, কিন্তু ঈশ্বরকে তো এই কারণেই স্মরণ করা হয় যে, তুমি এসে আমাদের সুখ শান্তি দাও । আমাদের মিষ্টি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চলো । তারপর এই অভিনয়ে তো অবশ্যই তিনি পাঠাবেন । কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসতে হবে । মানুষ তো রাবণের মতে চলছে । শ্রেষ্ঠ মতই হলো শ্রীমত । বাবা বলেন, আমিই সহজ রাজযোগ শেখাই । আমি কোনো গীতার শ্লোক আদি গাই না যা তোমরা গেয়ে থাকো । বাবা কি বসে গীতা শেখাবেন ? আমি তো সহজ রাজযোগ শেখাই । স্কুলে কি গান, কবিতা শোনানো হয় ? স্কুলে তো পড়ানো হয় । বাবা বলেন, বাচ্চারা আমিও তোমাদের পড়াচ্ছি, রাজযোগ শেখাচ্ছি । আমার সাথে আর কারোরই কোনো যোগ নেই । সবাই আমাকে ভুলে গেছে । এই ভুলে যাওয়াও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । আমি এসেই আবার স্মরণ করিয়ে দিই । আমি তো তোমাদের বাবা । তোমরা ইনকর্পরিয়াল গডকে মানো তাহলে তোমরাও তাঁর ইনকর্পরিয়াল বাচ্চা । নিরাকার আত্মারা, তোমরা এখানে আসো অভিনয় করতে । সমস্ত নিরাকার আত্মার নিবাস স্থান হলো নিরাকারী দুনিয়া, যা উঁচুর থেকেও অনেক উঁচু । এ হলো সাকারী দুনিয়া, তারপর আকারী দুনিয়া আর ও হলো নিরাকারী দুনিয়া যা সবথেকে উঁচু আর সবার থেকে দূরে । বাবা সামনে বসে বাচ্চাদের বোঝান, আমরাও সেখানকার অধিবাসী । যখন নতুন দুনিয়া ছিল, তখন ছিলো এক ধর্ম, যাকে হেভেন বলা হয় । বাবাকেও বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার । এই কলিযুগ হলো কংসপুরী । আর সত্যযুগ হলো কৃষ্ণপুরী । তাই জিজ্ঞেস করা উচিত, এখন তোমরা কৃষ্ণপুরী যাবে ?যদি তোমরা কৃষ্ণপুরী যেতে চাও তাহলে পবিত্র হও । আমরা যেমন দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি, তোমরাও তেমন করো । এরজন্য বিকার অবশ্যই ত্যাগ করার প্রয়োজন । এ হলো সকলের অন্তিম জন্ম । সকলকেই ফিরে যেতে হবে । তোমরা কি ভুলে গেছো - ৫০০০ বছর আগে এই মহাভারী লড়াই তো হয়েছিলো । যাতে সমস্ত ধর্মের বিনাশ হয়ে গিয়েছিলো আর এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছিলো । সত্যযুগে তো দেবী - দেবতারাই ছিলো । এখন কলিযুগে তা আর নেই । এখন তো রাবণ রাজ্য । আসুরী মনুষ্য । তাদের আবার দেবতা বানাতে হবে । তারজন্য আসুরী দুনিয়াতে আসতে হবে নাকি দৈবী দুনিয়ায় ? নাকি দুই দুনিয়ার সঙ্গমের সময় আসবেন ? গায়নও আছে কল্পে - কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগেই তিনি আসেন । বাবা আমাদের এমনভাবে বোঝান যে আমরা তাঁর শ্রীমতে চলি । আগের কল্পেও মহাভারী লড়াই লেগেছিলো, যার দ্বারা স্বর্গের দ্বার খুলে গিয়েছিলো । কিন্তু শুধুমাত্র দেবী - দেবতারা ছাড়া আর সকলে তো সেখানে যেতে পারে নি । বাকি সকলেই শান্তিধামে ছিলো । তাই আমি এখন নির্বাণধামের মালিক এসেছি সবাইকে নির্বাণধামে নিয়ে যেতে । তোমরা রাবণের শিকলে আটকে থাকা বিকারী নোংরা আসুরী গুণ সম্পন্ন । কাম হলো এক নম্বর আবর্জনা । এরপর ক্রোধ, লোভ নম্বর অনুসারে আবর্জনা । তাই সারা দুনিয়ার থেকে নষ্টমোহা হতে হবে, তবেই তো স্বর্গে যেতে পারবে । বাবা যেমন হদের বাড়ি বানালে বাচ্চাদের বুদ্ধি তাতে লেগে যায় । বাচ্চারা বলে, বাবা এতে এই বানাতে হবে, সুন্দর বাড়ি বানাতে হবে । তেমনই বেহদের বাবা বলেন, আমি তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্বর্গ কেমন সুন্দর বানাই । তাই তোমাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো দুনিয়ার থেকে দূর হওয়া উচিত । এখানে কি আর আছে ? দেহও পুরানো, আত্মাতেও খাদ জমা হয়ে আছে । সেই খাদ তখনই দূর হবে যখন

তোমরা যোগে থাকতে পারবে । জ্ঞানও ধারণ হবে । এই বাবা তো এখন ভাষণ করছেন । হে বাচ্চারা, তোমরা সকল আত্মারা আমার রচনা । আত্মার স্বরূপে তোমরা হলে ভাই – ভাই । এখন তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে যেতে হবে । এখন তোমরা সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছো । এ তো রাবণ রাজ্য । তোমরা আগে জানতে না যে, এই রাবণ রাজ্য কবে থেকে আরম্ভ হয় । সত্যযুগে থাকে ১৬ কলা, তারপর ১৪ কলা হয় । হঠাৎ করে দুই কলা কম হয় না । ধীরে ধীরে নামতে থাকে । এখন তো কোনো কলাই আর নেই । সম্পূর্ণ গ্রহণ লেগে গেছে । এখন বাবা বলেন যে দান করে দাও তাহলেই গ্রহণ কেটে যাবে । পাঁচ বিকারের দান তোমরা করে দাও আর কোনো পাপ করো না । ভারতবাসী যখন রাবণকে জ্বালায় তাহলে অবশ্যই এ রাবণের রাজ্য । কিন্তু রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয় বা রামরাজ্য কাকে বলা হয়, এও কেউ জানে না । মানুষ বলে, রামরাজ্য হোক, নতুন ভারত হোক, কিন্তু একজনও জানে না যে, নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত কবে হবে ? সকলেই এখন কবরে শায়িত ।

এখন তোমরা বাচ্চারা তো সত্যযুগী ঝাড়কে দেখতে পাচ্ছ । এখানে তো কোনো দেবতাই নেই । এইসব কথা বাবা এসেই বোঝান । তিনিই তোমাদের মাতা পিতা, স্থূল রূপে এনারা তোমার মাতা – পিতা । তোমরা মাতা – পিতা হিসাবে তাঁর গায়ন করে থাকো । সত্যযুগে এমন গায়ন তো করবে না । সেখানে না কৃপার কথা আছে, না মাতা – পিতা হয়ে তাঁদের সমান উপযুক্ত হতে হয় । বাবা মনে করিয়ে দেন, হে ভারতবাসী, তোমরা ভুলে গেছো, তোমরা দেবতারা কতো ধনবান ছিলে, কতো বুঝদার ছিলে । এখন অবুঝ হয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছো । তোমাদের এমন অবুঝ মায়া রাবণ বানিয়েছে, তাই তো তোমরা মায়া রাবণকে জ্বালাও । শত্রুর কুশপুত্তলিকা বানিয়ে তাকে দাহ করা হয় যেমন । তোমরা বাচ্চারা কতো জ্ঞান পেয়েছো । কিন্তু তোমরা বিচার সাগর মন্থন করো না, ফলে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় আর ভাষণের সময় এমন সব পয়েন্টস শোনাতে ভুলে যাও । সম্পূর্ণ বোঝাতে পারো না । তোমাদের তো বাবার পরিচয় দিতে হবে যে বাবা এসেছেন । এই মহাভারী লড়াইও সামনে উপস্থিত । সবাইকে ফেরত যেতে হবে । এখন স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে । বাবা বলেন, দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । বাকি কেবল এই বললেই হবে না যে, ইসলামী, বৌদ্ধ আদি সব ভাই – ভাই । এ তো সব দেহের ধর্মই হলো । সমস্ত ধর্মের সমস্ত আত্মাই হলো বাবার সন্তান । বাবা বলেন, এইসব দেহের ধর্ম ছেড়ে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । বাবার এই খবর শোনানোর জন্যই আমরা শিব জয়ন্তী পালন করি । আমরা ব্রহ্মাকুমার – কুমারীরা হলাম শিবের পৌত্র । আমরা তাঁর কাছ থেকে স্বর্গের রাজধানীর আশীর্বাদী বর্সা পাচ্ছি । বাবা আমাদের নির্দেশ দেন যে, মনমনাভব অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো । এই যোগ অগ্নির দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা অশরীরি হও । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস :

এখন তোমরা বাচ্চারা স্থূল বতন, সূক্ষ্ম বতন এবং মূলবতনকে খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো । কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই জ্ঞান পাও । দেবতাদের তো এই জ্ঞানের দরকারই নেই । তোমাদের এখন সম্পূর্ণ বিশ্বের জ্ঞান আছে । তোমরা আগে শূদ্র বর্ণের ছিলে । এরপর ব্রহ্মাকুমার যখন হলে তখন

আমি এই জ্ঞান দিই যার দ্বারা তোমাদের দৈবী সম্রাজ্য স্থাপন হচ্ছে । বাবা এসেই ব্রাহ্মণ কুল, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন । তাও তিনি এই সঙ্গমেই স্থাপন করেন । অন্য ধর্মের লোকেরা ফট্ করে সাম্রাজ্য স্থাপন করে না । তাঁদের গুরু বলা হয় না । বাবা এসেই ধর্মের স্থাপনা করেন । বাবা বলেন, এখন তোমাদের মাথায় বাবার স্মরণের খুশী আছে যা আবার মুহূর্তে মুহূর্তে ভুলেও যাও । পুরুষার্থ করে কাজ কারবার করার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকেও স্মরণ করতে থাকো হেলদি হওয়ার জন্য । বাবা খুব তীব্র গতিতে কামাই করান, এতে সবকিছুই ভুলতে হয় । আমি আত্মা এই শরীর ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এই অভ্যাস করানো হয় । তোমরা যখন খাও, তখন কি বাবার স্মরণ করতে পারো না ? কাপড় সেলাই করো কিন্তু বুদ্ধির যোগ যেন বাবার স্মরণে থাকে । আবর্জনা তো বের করতেই হবে । বাবা বলেন, শরীর নির্বাহের জন্য যে কোনো কাজই করো । এ খুবই সহজ । তোমরা বুঝে গেছো যে এখন ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন বাবা রাজযোগ শেখাতে এসেছেন । এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী এখন রিপিট হয় । আগের কল্পের মতোই তা রিপিট হচ্ছে । এই রিপিটেশনের রহস্যও বাবাই বুঝিয়ে বলেন । একজন ভগবান আর এক ধর্ম বলা হয় না । সেখানেও শান্তি বিরাজ করবে । সে হলো অদ্বৈত রাজ্য আর দ্বৈতের অর্থ আসুরী রাবণ রাজ্য । ওরা হলো দেবতা আর এরা দৈত্য । এই আসুরী রাজ্য আর দৈব রাজ্যের খেলা ভারতের উপরেই বানানো হয়েছে । ভারতেরই ছিলো আদি সনাতন ধর্ম, পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ । আবার বাবা এসেই সেই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ বানান । আমরাই একদিন দেবতা ছিলাম তারপর কলা কম হয়ে গেছে । আমরাই আবার শূদ্র সাম্রাজ্যে এসেছি । বাবা এমনভাবে পড়ান যেভাবে কোনো শিক্ষক পড়ায় আর ছাত্ররা তা শোনে । ভালো ছাত্ররা সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়, কখনোই পড়া মিস্ করে না । এই পড়া রেগুলার পড়া চাই । এমন ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা উচিত নয় । বাবা অনেক গোপন থেকে গোপন কথা তোমাদের শোনাতে থাকেন । অচ্ছা । শুভরাত্রি । রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহের সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে অশরীরি আত্মা মনে করে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । যোগ আর জ্ঞানের ধারণায় আত্মাকে পবিত্র করতে হবে ।

২) বাবা যে জ্ঞান দেন, তার উপর বিচার সাগর মন্থন করে, সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত হতে দেওয়া যাবে না ।

বরদান :- মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে উড়তি কলায় উড়তে থাকা এক নম্বর বিজয়ী হও

এক নম্বর হওয়ার নিদর্শন হলো সমস্ত বিষয়ে জয়লাভ করা । কোনো বিষয়েই যেন হার না হয়, সদা বিজয়ী । যদি চলতে - ফিরতে কখনো হেরে যাও তাহলে তার কারণ হলো মর্যাদার উপর - নীচ হওয়া । কিন্তু এই সঙ্গম যুগ হলো মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ । পুরুষও নয়, নারীও নয় কিন্তু পুরুষোত্তম, এই স্মৃতিতে সর্বদা থাকলেই উড়তি কলায় যেতে থাকবে, নীচে আটকে থাকবে না । উড়তি কলায় যারা থাকে তারা সেকেন্ডেই সর্ব সমস্যাকে পার করতে পারে ।

স্লোগান :- এক বাবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গে থাকলে দ্বিতীয় কোনো সঙ্গ প্রভাব ফেলতে পারবে না ।